বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবসম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

প্রথম খন্ড

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১৩

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	--
২.	**প্রথম অধ্যায়**	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৩.	**দ্বিতীয় অধ্যায়** (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৯
৪.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৯
৫.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক),খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর ২০১০-২০১৩ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এপ্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহবাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৪টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃকজারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১)অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ----------।
.....খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংৰেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
০১	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হিসাব শাখায় চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলনের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ।	৭,৬৩,০৫,০০০	৯-১১
০২	অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বিলের সাথে আনুষাঙ্গিক বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২,৩৭,৫৭,৫৩৮	১১
০৩	বিভিন্ন মার্কেটের বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান মালিকদের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া বাবদ অনাদায়।	৮৩,১২,৮৫৪	১২
০৪	চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী অসম্পাদিত কাজের উপর ২০% হারে জরিমানা আরোপ ও আদায় না করায় ক্ষতি।	১,০৮,৯৭,৮৮৯	১৩-১৪
০৫	বরাদ্দপত্র ইস্যুর দীর্ঘদিন পরেও প্লট এর কোন মূল্য পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বরাদ্দপত্র বাতিল করা হয়নি। ফলে প্লটের মূল্য বাবদ অনাদায়ী রয়েছে।	২,৫৩,১৩,৯৬৮	১৫
০৬	মুজগুন্নি আবাসিক এলাকায় খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর মালিকাধীন শিশু পার্কের ইজারাদারের নিকট হতে ইজারার প্রিমিয়াম ও সুদ প্রাপ্য।	৩৯,৬৫,৪০০	১৬
০৭	অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বিলের সাথে আনুষঙ্গিক বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৭৯,৩২,৪৬৮	১৭
০৮	বরাদ্দ গ্রহীতাগণের নিকট জমির মূল্য সুদসহ বকেয়া অনাদায়ী।	১৯,৮২,৫৭৩	১৮
০৯	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) এর বিভিন্ন মার্কেট ও বাস টার্মিনালের বকেয়া ভাড়া অনাদায়ী।	১১,৪৬,২৭০	১৯
১০	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবন ও এনেক্স ভবনেরস্পেস ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় ক্ষতি।	১,০০,৫২,৬০৭	২০-২১
১১	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মার্কেটের বকেয়া ভাড়া বাবদ অনাদায়ী।	৬৭,৪০,৪৯৫	২২
১২	সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং সিডিএ গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ এর নিকট হতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য বকেয়া অনাদায়ী।	৩,৪৫,০০,০০০	২৩
১৩	বহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনাল ইজারার বকেয়া ও বিলম্বে কিস্তি দেয়ার জন্য সুদসহ আদায়যোগ্য।	২০,২৪,৮৪৬	২৪
১৪	কাপাসগোলা রোড এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের পরও জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রদানকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যায়নি।	৩,০৪,৩৪,৬২১	২৫-২৬
	মোট =	**২৪,৩৩,৬৬,৫২৯**	

অডিট বিষয়কতথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১০-২০১৩
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১৭-১২-২০১৩ হতে ২০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নেসার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর অনুশাসন না মানা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ / পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপৰ

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপৰের হিসাব শাখায় চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব হতে ৭,৬৩,০৫,০০০ (সাত কোটি তেষট্টি লৰ পাঁচ হাজার) টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ০২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-০৩-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ (Special Audit) নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হিসাব শাখার চেক রেজিস্টার, ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, চেক ও চেকের মুড়ি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, রূপালী ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখার হিসাব নং-২৪০১০৬১৪, যমুনা ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখার হিসাব নং-০০২৫০৩২০০০০১১০ এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখার হিসাব নং-১৩৫-১২০-৮১০ হতে চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ৭,৬৩,০৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করা হয়েছে যা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গেরনিকট হতে আদায়যোগ্য। চেকে বিভিন্ন মেয়াদে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তারা হচ্ছেন ঃ (১) জনাব আবদুল মান্নান-চেয়ারম্যান (রাউক) (২) জনাব মোসলে উদ্দিন-চেয়ারম্যান (রাউক) (৩) জনাব অপুর্ব কুমার বিশ্বাস-চেয়ারম্যান (রাউক) (৪) জনাব তপন চন্দ্র মজুমদার, চেয়ারম্যান (রাউক) (৫) জনাব মোঃ আবদুর রহিম-ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (রাউক) (৬) জনাব আব্দুর রব জোয়ারদার-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (রাউক) (৭) জনাব মসিহ-উল-আলম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (রাউক)(৮) জনাব আকতারুজ্জামান- প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (রাউক)(৯) জনাব এস এম জাহেদুল ইসলাম- প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা (রাউক) এবং (১০) জনাব আব্দুর রহিম-ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (রাউক)**[পরিশিষ্ট-০১ (১-২)]**।

অনিয়ম ঃ চেক জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের প্রেক্ষিতে বর্ণিত অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ অর্থ আত্মসাৎ এর মাধ্যমে ক্ষতিসাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, জালিয়াতির তথ্য উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন ক্যাশিয়ার জনাব এখলাছ উদ্দিনের নিকট থেকে ২,০০,০০,০০০ (দুইকোটি) টাকা আদায় করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ ইতোমধ্যে অভিযুক্ত ক্যাশিয়ার হতে ২,০০,০০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসর হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত ৬৬৫টি চেকে জালিয়াতির মাধ্যমে ৭,৬৩,০৫,০০০ টাকা ব্যাংক হতে অতিরিক্ত উত্তোলন করা হয়েছে যা শুধুমাত্র ক্যাশিয়ারের মাধ্যমে একা করা সম্ভব নয়। চেকগুলোর অংকে ও কথায় লেখার সময় বাম পাশে জায়গা ফাঁকারেখে লিখা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ফাঁকা জায়গায় অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ অংকে এবং কথায় সংযোজন করে উক্ত জালিয়াতি করা হয়েছে। এক্ষেত্রেচেকে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাগণ চেকগুলোতে জায়গা রেখে তারপর স্বাক্ষর করেছেন। সুতরাং চেকে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাগণও উক্ত জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে প্রতিয়মান হয়।
- অংকে এবং কথায় টাকার পরিমাণ সংযোজনের ক্ষেত্রে লিখার ভিন্নতা স্পষ্ট এবং চেকগুলোর এক একটিতে জালিয়াতির পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে একই দিনে ২টি চেকে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা করে ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ টাকার চেকে যেখানে অংকে ও কথায় লিখার ভিন্নতা স্পষ্ট ছিল, সেখানে ব্যাংক ম্যানেজার টাকা পরিশোধের পূর্বে চেকের স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার সাথেকোন যোগাযোগ করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষও উক্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ৩০-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক হতে অতিরিক্ত উত্তোলিত টাকা দায়ীব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনাম ঃ অধিগ্রহণকৃত জমির ৰতিপূরণ বিলের সাথে আনুষঙ্গিক বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ২,৩৭,৫৭,৫৩৮ (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লৰ সাতান্ন হাজার পাঁচশত আটত্রিশ) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তপক্ষ, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ০২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন এবং অর্থ পরিশোধের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প রাজশাহী এর সাহেব বাজার হতেগৌরহাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কালে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধকালে অনিয়মিতভাবে আনুষঙ্গিক ব্যয় অন্তর্ভূক্ত করে ২,৩৭,৫৭,৫৩৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০২]**।
- এই সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব আবদুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (রাউক)।

অনিয়ম ঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এ ২৫-১-২০০৭ খ্রিঃ স্মারক নং-অম/ব্যয় নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ এর নির্দেশমোতাবেক এল এ মামলায় ক্ষতি পূরণের টাকা হতে আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য কোন অর্থ পরিশোধযোগ্য নয়।

ফলাফল ঃ

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক জবাবে বলা হয়েছে যে, সরকারি নির্দেশ থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের ভিত্তিতেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত অফিস আদেশ মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণের এল.এ মামলায় ক্ষতিপূরণ হতে আনুষাঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য কোন অর্থ পরিশোধযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ৩০-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়ার পর অডিটি প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ জবাব প্রদান করে যে, The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance-1982 এর ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল-১৯৯৭ এর বিধানানুযায়ী ৭.৫০% হারে কন্টিজেন্সী খরচ প্রদান করার বিধান থাকায় জেলা প্রশাসক, রাজশাহী কে প্রেরিত চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে ২,৩৭,৫৭,৫৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর ২৫/০১/২০০৭খ্রিঃ এর স্মারক নং-অর্থ/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ এর নির্দেশনা মোতাবেক এল.এ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা হতে আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

ভূমি অধিগ্রহণের এল.এ মামলার জন্য অনিয়মিতভাবে আনুষঙ্গিক বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৩

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন মার্কেটের বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান মালিকদের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া বাবদ ৮৩,১২,৮৫৪ (তিরাশি লৰ বার হাজার আট শত চুয়ান্ন) টাকা অনাদায়।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ০২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে আরডিএ এর আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল মার্কেট, পূবালী মার্কেট,গোধুলী মার্কেট, আরডিএ মার্কেটের দোকান মালিকদের দোকান ভাড়া আদায়ের রেজিস্টারে সরবরাহকৃত বকেয়া অনাদায়ীর তালিকা পর্যালোচনা করা হয়।

  এতে দেখা যায় যে, আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল মার্কেটের বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান মালিকদের নিকট বকেয়া দোকান ভাড়া বাবদ ১৫,৯২,০৪৩ টাকা এবং আরডিএ এর বিভিন্ন মার্কেটের দোকান মালিকদের নিকট বকেয়াদোকান ভাড়া বাবদ ৬৭,২০,৮১১ টাকাসহ সর্বমোট ৮৩,১২,৮৫৪ টাকা অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে**[পরিশিষ্ট-৩(১-২)]**।
- এই সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব আবদুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (রাউক) এবং জনাব মোঃ আবদুস সামাদ,ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (রাউক)। পূর্ববর্তী ২০০৬-০৮ সনে অনুরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

সিপিডব্লিউ 'এ'কোডের ১৭৭ (এ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক যে কোন ধরণের রাজস্ব অনাদায়ের ব্যাপারে বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী এবং বকেয়া রাজস্ব আদায় করা তার কর্তব্য।

ফলাফল ঃ

ভাড়া অনাদায়ী থাকায় সংস্থা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বকেয়া ভাড়া আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ৩০-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্রদেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মার্কেটের বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান মালিকদের নিকট হতে দোকান ভাড়া বাবদ অনাদায়ী বকেয়া ভাড়া আদায়পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।
- ভাড়া আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণআবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শিরোনাম ঃ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী অসম্পাদিত কাজের উপর ২০% হারে জরিমানা আরোপ ও আদায় না করায় ১,০৮,৯৭,৮৮৯ (এক কোটি আট লৰ সাতানব্বই হাজার আটশত উননব্বই) টাকা ৰতি।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ০২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে সাহেব বাজার হতে গৌরহাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের দরপত্র, চুক্তিপত্র, এমবি, কার্যাদেশ ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনা কালে দেখা যায়, ০৩/আরডিএ-২০০৯-২০১০১ এর মাধ্যমে ঠিকাদার এ এস-কে এইচ (জেভী) এর সাথে ৬,০৪,৬৪,৬৩২/২৩ টাকায় কাজটি সম্পাদনের জন্য ০১-০৩-২০১০খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।সে মোতাবেক ০২-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।যথাসময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে স্মারক নং-০৪০.০০২.৮২১. ঠিকা-৩.২০১০.৯২৬ তারিখঃ ২৫-০৭-২০১২ এর মাধ্যমে কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।
- ঠিকাদার এ.এস-কে.এইচ (জেভী) কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ছিল ৫৯,৭৫,১৮৬ টাকা। ফলে অসম্পাদিত কাজের মূল্য (৬,০৪,৬৪,৬৩২-৫৯,৭৫,১৮৬)= ৫,৪৪,৮৯,৪৪৬ টাকার উপর ২০% জরিমানা বাবদ ১,০৮,৯৭,৮৮৯ টাকা আদায়যোগ্য **[পরিশিষ্ট-০৪]**।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যথাসময়ে পারফরমেন্স গ্যারান্টি (PG) নগদায়ন না করে PG'র সময় অতিক্রান্তের পর ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিকাদারকে আনুকূল্য দেখিয়ে সময়মত PG নগদায়ন না করে চুক্তি বাতিল করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১,০৮,৯৭,৮৮৯ টাকা। যা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
- উক্ত সময়ে জনাব অপুর্ব কুমার বিশ্বাস এবং জনাব আবদুস সামাদ, চেয়ারম্যান (রাউক)হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

অনিয়ম ঃ

জিসিসি ক্লজ ৯০.১ মোতাবেক ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অসম্পাদিত কাজের উপর ২০% হারে জরিমানা আদায়যোগ্য।

ফলাফল ঃ

কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

জবাবে জানানো হয়েছে যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্রের শর্ত নং-জিসিসি ৯০.১ মোতাবেক ঠিকাচুক্তি বাতিল হলে অসম্পাদিত কাজের মূল্যের ২০% হারে জরিমানা আদায়ের শর্ত থাকলেও বাস্তবে জরিমানা আদায় হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ৩০-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১০৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী জরিমানা বাবদ অনাদায়ী অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।
- যথাসময়ে পারফরমেন্স গ্যারান্টি নগদায়ন না করায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে বর্ণিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপৰ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোনাম ঃ বরাদ্দপত্র ইস্যুর দীর্ঘদিন পরেও পৰ্লট এরকোন মুল্য পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বরাদ্দপত্র বাতিল করা হয়নি। ফলে পৰ্লটের মূল্য বাবদ ২,৫৩,১৩,৯৬৮ (দুইকোটি তিপ্পান্ন লৰ তের হাজার নয়শত আটষট্টি) টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান,খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক), খুলনা অফিসের ২০১০-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে কেডিএ এম এ বারী সড়ক পার্শ্বস্থ বাণিজ্যিক কাম-আবাসিক এলাকায় প্লট নং-২৩৫ এর নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালেদেখা দেখা যায় যে, কেডিএ এম এ বারী সড়ক পার্শ্বস্থ বাণিজ্যিক কাম-আবাসিক এলাকায় প্লট নং-২৩৫ এর ১৬.৩২ কাঠা জমি ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউশন, বাংলাদেশ, খুলনা কে বরাদ্দ দেয়া হয়।

উক্ত প্লটের প্রতি কাঠা জমির মূল্য ১৫,৫১,১০১ টাকা হিসাবে ১৬.৩২ কাঠা জমির মোট মূল্য ২,৫৩,১৩,৯৬৮ টাকা।

- বরাদ্দ পত্রের শর্ত অনুযায়ী ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে বরাদ্দদেয়ার সময় হতে ৩০ দিনের মধ্যে ৫০% টাকাচেয়ারম্যান খুউক বরাবরে জমা দিতে হবে অন্যথায় বরাদ্দ পত্র বাতিল হবে।
- কিন্তু গত ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ বরাদ্দদেয়ার তারিখ হতে ৩০-৬-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২ বৎসর ১ মাস সময়ে উক্ত প্লটেরকোন মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। অথচ বরাদ্দ পত্র বাতিলও করা হয়নি। ফলে প্লটের মূল্য বাবদ ২,৫৩,১৩,৯৬৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে**[পরিশিষ্ট-০৫]**।
- এ সময়ে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন (১) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-এনডিসি (২) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ড. হাবিবুর রহমান কামাল-পিএসসি (৩) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মাসুদ হোসেন, এনডিসি পিএসসি এবং (৪) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামছুল আলম খান, এএফডব্লিউসি-পিএসসি।

অনিয়মের কারণ ঃ

প্লটের বরাদ্দপত্র বাতিল না করায় এবং মূল্য আদায় না করায় বর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

প্লটের মূল্য অনাদায়ী থাকায় সংস্থার অর্থ সংগ্রহ ব্যহত হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র ইস্যু করা হয়েছে। যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব প্রমাণক দ্বারা সমর্থিত নয় বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৫-৬-২০১৪ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়।পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অনাদায়ী প্লটের মূল্য প্লট গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৬

শিরোনাম ঃ মুজগুন্নি আবাসিক এলাকায় খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপৰ এর মালিকাধীন শিশু পার্কের ইজারাদারের নিকট হতে ইজারার প্রিমিয়াম ও সুদ বাবদ ৩৯,৬৫,৪০০ (উনচলিৱশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত) টাকা প্রাপ্য।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক), খুলনা অফিসের ২০১০-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২০-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে মুজগুন্নি আবাসিক এলাকায় কেডিএ'র মালিকাধীন শিশু পার্কের ইজারার নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, উক্ত পার্কের ইজারাদার এস এস ওয়ার্ল্ড এর মালিক জি এম সাইফুল ইসলাম এর নিকট হতে ইজারাদার ইজারার প্রিমিয়াম ও সুদ বাবদ সর্বমোট ৩৯,৬৫,৪০০ টাকা প্রাপ্য। উক্ত টাকা অডিট চলাকালীন সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইজারাদার কর্তৃক পরিশোধ করা হয়নি যা খুউক এর আর্থিক ক্ষতি **[পরিশিষ্ট-৬]**।
- এ সময়ে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন (১) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-এসডিসি (২) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ড. হাবিবুর রহমান কামাল-পিএসসি (৩) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মাসুদ হোসেন, এনডিসি পিএসসি এবং (৪) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামছুল আলম খান, এএফডব্লিউসি-পিএসসি।

অনিয়মের কারণ ঃ

ইজারাদারের নিকট হতে যথাসময়ে ইজারা মূল্য ও প্রিমিয়াম আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

ইজারাদারের নিকট হতে প্রাপ্য অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

ইজারার বকেয়া প্রিমিয়াম এবং সুদ আদায় করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মুজগুন্নি আবাসিক এলাকার শিশু পার্কের ইজারার প্রিমিয়াম ও সুদ বাবদ অনাদায়ী অর্থ আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।
- যাদের গাফিলতির কারণে এই অর্থ এখনও আদায় হয়নি তাদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৭

শিরোনাম ঃ অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বিলের সাথে আনুষঙ্গিক বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ৭৯,৩২,৪৬৮ (উনআশি লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত আটষট্টি) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক), খুলনা অফিসের ২০১০-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২০-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে উক্ত অর্থবছরে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরনের প্রাক্কলন এবং অর্থ পরিশোধের বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়।
- অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলনে অনিয়মিতভাবে আনুষঙ্গিক অন্তর্ভূক্ত করে ৭৯,৩২,৪৬৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে যা খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর ২৫-০১-২০০৭ খ্রিঃ স্মারক নং-এম/বি/ব্যয় নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ এর নির্দেশনা মোতাবেক Land Aquisition (এল এ) মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা হতে আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য কোন অর্থ পরিশোধযোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত অর্থ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৭]**।
- এ সময়ে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন (১) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-এনডিসি (২) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. হাবিবুর রহমান কামাল-পিএসসি (৩) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাসুদ হোসেন, এনডিসি পিএসসি এবং (৪) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামছুল আলম খান, এএফডব্লিউসি-পিএসসি।

অনিয়মের কারণ ঃ

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অর্থ পরিশোধ করায় বর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বিধি মোতাবেক ডিসি অফিসকে অবহিত করে তার অগ্রগতি অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বিলের সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য কোন অর্থ পরিশোধযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অধিগ্রহণকৃত জমির এল এ কেইস-এ আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত অর্থ আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৮

শিরোনাম ঃ বরাদ্দ গ্রহীতাগণের নিকট জমির মূল্য সুদসহ ১৯,৮২,৫৭৩ (উনিশ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর) টাকা বকেয়া অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক), খুলনা অফিসের ২০১০-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২০-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ নিরীক্ষাকালে বরাদ্দপত্র, প্রিমিয়াম রেজিষ্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ জন প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাগণের নিকট জমির মূল্য সুদসহ ১৯,৮২,৫৭৩ টাকা বকেয়া অনাদায়ী রয়েছে। বরাদ্দ গ্রহীতাগণ জমির মূল্য আংশিক পরিশোধ করলেও ৩১-০১-২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত জমির অবশিষ্ট মূল্য সুদসহ ১৯,৮২,৫৭৩টাকা এখনও পরিশোধ করেননি**[পরিশিষ্ট-০৮]**।
- এ সময়ে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন (১) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-এনডিসি (২) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ড. হাবিবুর রহমান কামাল-পিএসসি (৩) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মাসুদ হোসেন, এনডিসি পিএসসি এবং (৪) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামছুল আলম খান, এএফডব্লিউসি-পিএসসি।

অনিয়ম ঃ

সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভাগীয় প্রাপ্ত অর্থ আদায় না করায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

প্রাপ্ত অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বকেয়া প্রিমিয়াম ও সুদ আদায় করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ২০১১ সালে প্লটগুলো বরাদ্দ দেয়া হলেও নিরীক্ষাকালিন সময় পর্যন্ত ৪ বছরেও এই অর্থ আদায় করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাগণের নিকট হতে প্রিমিয়াম ও সুদ বাবদ অর্থ অতিসত্ত্বর আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।
- অর্থ আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্তদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৯

শিরোনাম ঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপৰ (খুউক) এর বিভিন্ন মার্কেট ও বাস টার্মিনালের ১১,৪৬,২৭০ (এগার লৰ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সত্তর) টাকা বকেয়া ভাড়া অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক), খুলনা অফিসের ২০১০-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২০-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন মার্কেট ও বাস টার্মিনালের ভাড়া আদায়ের লেজার ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও বকেয়া অনাদায়ীর তালিকা পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) এর বিভিন্ন মার্কেট ও বাস টার্মিনালের নিকট ১১,৪৬,২৭০টাকা ভাড়া বাবদ বকেয়া অনাদায়ী রয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৯]**।
- এ সময়ে সিনিয়র এস্টেট অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব জি এম মাসুদুর রহমান।
- ২০০৬-০৮ সনে অনুরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়।

অনিয়ম ঃ

সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রাপ্ত বকেয়া ভাড়া অনাদায়ী রাখায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যহত আছে। বকেয়া অর্থ আদায় করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

মার্কেট ও বাস টার্মিনাল এর ভাড়া বকেয়া টাকা অতিসত্ত্বর আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপৰ

অনুচ্ছেদ -১০

শিরোনাম ঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবন ও এনেক্স ভবনের স্পেস ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় ১,০০,৫২,৬০৭ (এক কোটি বায়ান্ন হাজার ছয়শত সাত) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ১৭-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষায় চউক ভবন ও এনেক্স ভবনের স্পেস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে ভাড়া আদায় সংক্রান্ত লেজার ও বকেয়া ভাড়ার তালিকা পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, স্পেস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে ভাড়া আদায় করার কোন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে স্পেস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট ১,০০,৫২,৬০৭ টাকা বকেয়া আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব **[পরিশিষ্ট-১০]**।
- এ সময়ে এষ্টেট অফিসার (বিল্ডিং) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ফরিদুল হক।
- ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনে অনুরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল।

অনিয়মের কারণ ঃ

প্রাপ্য ভাড়া আদায় না করায় বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

বিভাগীয় প্রাপ্য ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

চউক ভবন ও অন্যান্য ভবনের বকেয়া ভাড়া আদায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় এবং কর্তৃপক্ষের জবাব প্রমাণক দ্বারা সমর্থিত নয় বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। যথাসময়ে ভাড়া আদায় করা চউক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আলোচ্য ক্ষেত্রে চউক কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করায় চউক কে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জবাবে বলা হয়, আপত্তিকৃত ভাড়ার বকেয়া টাকা আংশিক আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চউক ভবন ও এনেক্স ভবনে ভাড়া দেয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।
- অর্থ আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্তদের কর্তব্যে অবহেলার কারণে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১১

শিরোনাম ঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মার্কেটের বকেয়া ভাড়া বাবদ ৬৭,৪০,৪৯৫**(সাতষট্টি লৰ চলিৱশ হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকাঅনাদায়ী।**

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ আর্থিক সনের হিসাব ১৭-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পাহাড়তলী মার্কেট, বিপনী বিতান, কর্ণফুলী মার্কেট ও বহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনালে অবস্থিত দোকানের বকেয়া ভাড়া সংক্রান্ত লেজার ও সরবরাহকৃত বকেয়া ভাড়ার তালিকা পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, পাহাড়তলী মার্কেটের সানফ্লাওয়ার গার্মেন্টস লিঃ এর নিকট বকেয়া বাবদ ৫২,২৬,৮০৬ টাকা, বিপনী বিতান ও কর্ণফুলী মার্কেটের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট ১২,২২,৪০৪ টাকা এবং বহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনালে অবস্থিত দোকানের বকেয়া ভাড়া বাবদ ২,৯১,২৮৩ টাকাসহ মোট ৬৭,৪০,৪৯৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়নি **[পরিশিষ্ট-১১(১-৪)]।**
- উক্ত সময়ে এস্টেট অফিসার (বিল্ডিং) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ফরিদুল হক।
- ২০০৫-০৬ সনে অনুরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

মার্কেটের ভাড়া যথাসময়ে আদায় না করায় বর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বকেয়া ভাড়া আদায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বকেয়া ভাড়া যথাসময়ে আদায় না করে চউককে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে আদায়ের প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ এর নিকট হতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপৰেরসর্বমোট বকেয়া ৩,৪৫,০০,০০০ (তিন কোটি পঁয়তালিৱশ লৰ) টাকা।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম অফিসের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-১২-২০১৩ হতে ৩০-০১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- উক্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে সিডিএ হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজকে ২১-৯-২০১০ হতে ১৩-১২-২০১০ সময়ে সর্বমোট ৫৫,০০,০০০ টাকা দেয়া হয়। উক্ত কলেজ ২৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১০,০০,০০০ টাকা ফেরত প্রদান করে। ফলে অবশিষ্ট ৪৫,০০,০০০ টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি।
- এছাড়া সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজকে সিডিএ তহবিল হতে ফেব্রুয়ারী/২০১২ হতে মে/২০১৩ মাস পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৩,০০,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু কোন অর্থ ফেরত পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ ও সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ এর নিকট হতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ৩,৪৫,০০,০০০ টাকা প্রাপ্য, যা সত্ত্বর আদায়যোগ্য **[পরিশিষ্ট-১২]**।
- এ সময়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন জনাব আবদুস সালাম।

অনিয়মের কারণ ঃ

প্রদানকৃত অর্থ আদায় না করায় বর্ণিত অর্থ পাওনা রয়েছে।

ফলাফল ঃ

সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

চউক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রদেয় টাকার কিছু অংশ ইতিমধ্যে আদায় হয়েছে। এছাড়া সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে চউক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩,০০,০০,০০০ টাকা (তিন কোটি) টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদেয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সিডিএ এর অর্থ উন্নয়ন কাজ ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠানকে ধার দেওয়ার কোন বিধান নেই। এছাড়া উক্ত পরিমান অর্থ যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করলে সুদ হিসাবে বিপুল পরিমান অর্থ সিডিএ এর তহবিলে জমা হত।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৫-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জবাবে বলা হয়, পে-অর্ডার নং-১৪০৮০৬১ তাং-২৬-০১-২০১৫ এর মাধ্যমে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম এর মূলে ৩৫,০০,০০০ টাকা চউক এর হিসাবে আদায় করা হয়। অবশিষ্ট টাকা উভয় প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- অবশিষ্ট ৩,১০,০০,০০০ আদায় করে এর প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা প্রয়োজন।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৩,৪৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে ৩৫,০০,০০০ টাকা আদায় হওয়ায় অবশিষ্ট ৩,১০,০০,০০০ টাকা সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃবহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনাল ইজারার বকেয়া ও বিলম্ব কিস্তি দেয়ার জন্য সুদসহ ২০,২৪,৮৪৬ (বিশ লৰ চব্বিশ হাজার আটশত ছেচলিৱশ) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম অফিসের ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-১২-২০১৩ হতে ৩০-০১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনাল স্পেস ইজারা সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, উক্ত বাস টার্মিনালটি ১৯-০৬-২০১২ ইং তারিখে চট্টগ্রাম কক্সবাজার কোচ মালিক সমিতিকে ২৭,৫০,০০০ টাকায় ২০১২-১৪ অর্থ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। যা ১৫% ভ্যাট এবং ৫% আইটিসহ সর্বমোট ৩৩,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। ইজারা শর্ত অনুযায়ী ইজারার জামানত ২৫% বা ৬,৮৭,৫০০ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ২৫% ২য় কিস্তি ৮,২৫,০০০ টাকা ৩০ দিনের মধ্যে বিনা সুদে এবং অবশিষ্ট ৫০% বা ১৬,৫০,০০০ টাকা দ্বিতীয় বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে বিনা সুদে পরিশোধ করা যাবে। অন্যথায় ১৬% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।
- কিন্তু ইজারা গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে কিস্তি পরিশোধ না করায় এবং কিস্তি বকেয়া থাকায় বকেয়া কিস্তি ১৬,৫০,০০০ টাকা এবং ১৬% সুদ ৩,৭৪,৮৪৬ টাকা সহ সর্বমোট ২০,২৪,৮৪৬ টাকা আদায়যোগ্য **[পরিশিষ্ট-১৩]**।
- উক্ত সময়ে এ কার্যালয়ের এস্টেট অফিসার (বিল্ডিং) হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ফরিদুল হক।

অনিয়মের কারণ ঃ

ইজারার অর্থ ও সুদ আদায় না করায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

সংস্থা রাজস্ব আয় বঞ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাস টার্মিনাল ইজারার টাকা না দেয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৫-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

বাস টার্মিনালের ইজারার বকেয়া ও সুদ বাবদ অর্থ অতিসত্ত্বর আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ কাপাসগোলা রোড এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের পরও জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে ভূমিঅধিগ্রহণ বাবদ প্রদানকৃত টাকার মধ্যে ৩,০৪,৩৪,৬২১ (তিন কোটি চার লৰ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত একুশ) টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম অফিসের ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-১২-২০১৩ হতে ৩০-০১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- বিশেষ নিরীক্ষাকালে কাপাসগোলা রোড এর অলি খাঁ মসজিদ হতে আব্দুল্লাহ খান (লেইন) সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, উক্ত কাপাসগোলা রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে ৩০-০৬-২০১০ তারিখে ৪,১৪,১৩,৬৯৭ টাকা এবং ৩০-০৬-২০১১ তারিখে ১৭,৭৫,৯১,৭৩৮ টাকা সহ সর্বমোট ২১,৯০,০৫,৪৩৫ টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করায় চউক কর্তৃক সরাসরি জমি ক্রয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পর জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম হতে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রদানকৃত ২১,৯০,০৫,৪৩৫ টাকার মধ্যে ১৮,৮৫,৭০,৮১৪ টাকা ফেরত পাওয়া যায়। ফলে (২১,৯০,০৫,৪৩৫-১৮,৮৫,৭০,৮১৪) = ৩,০৪,৩৪,৬২১ টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি **[পরিশিষ্ট-১৪]**।
- উক্ত সময়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন জনাব আবদুচ সালাম এবং সংশ্লিষ্ট ভ্যালুয়েশন কর্মকর্তা।

অনিয়মের কারণ ঃ

ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অনাদায়ী আছে।

ফলাফল ঃ

সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত কাজের এলএ কেইসটি বাতিল করার পর জেলা প্রশাসককে প্রদানকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসক ২১,৯০,০৫,৪৩৫ টাকার মধ্যে ১৮,৮৫,৭০,৮১৪ টাকা ফেরত প্রদান করেন। অবশিষ্ট টাকা আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ কেটে রাখা হয়।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- যেহেতু ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এলএ কেইসটি বাতিল করায় ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি; সেহেতু আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩,০৪,৩৪,৬২১ টাকা কেটে রাখা বিধিসম্মত নয়। এছাড়া অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয়নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর ২৫-০১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যয়নিঃ-২/ভূমি-১/২৮১ এর নির্দেশনা মোতাবেক এল,এ মামলায় ক্ষতিপূরণের টাকা হতে আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য কোন অর্থ পরিশোধযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জবাবে বলা হয়, জেলা প্রশাসকের নিকট হতে মোট ২১,৯০,০৫,৪৩৫.০৪ টাকা ফেরত চেয়ে চট্টগ্রাম কর্তৃক পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক কন্টিজেন্সী খরচ বাবদ ৩,০৪,৩৪,৬২১ টাকা কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করেন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ব্যাখ্যা (লিখিতভাবে) চাওয়া হয়েছে।

  জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আপত্তি অনুযায়ী জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

ভূমি অধিগ্রহণ বাতিলের পর প্রদানকৃত টাকার মধ্যে অবশিষ্ট ৩,০৪,৩৪,৬২১ টাকা জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ফেরত এনে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।